ভোরের কাগজ

তারিখ ... DEC. 2 1 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সম্পাদকীয়

ভোরের কাগজ

ঢাকা মঙ্গলবার ৭ পৌষ ১৪০৬
২১ ডিসেম্বর ১৯৯৯

পাঠ্যপুস্তক সংকট

আর ১০ দিন পরই নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা সংশোধিত নতুন বই পাচ্ছে না, কবে পাবে তাও কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না।

নতুন বই ছাপার কাজও এখনো শুরু হয়নি। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর মোট ৪৫টি নতুন পাঠ্যবই সময়মতো বেরোবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের বইয়ে ১৯৯৬ সালের পর এবার ব্যাপক সংশোধনী আনা হচ্ছে। ১৫টি বই সম্পূর্ণ নতুন করে লেখা হচ্ছে। পাঠ্যবইয়ে সময়োপযোগী পরিমার্জন ও সংশোধনী অবশ্যই জরুরি এবং প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক সময়মতো প্রকাশ করাটা কিন্তু কম প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয়। কর্তৃপক্ষ পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করলেও সময়মতো যদি তা ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে না পারেন, তাহলে সংশোধনীর কষ্টকর ও দুরূহ কাজটা পুরোটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

এ বছর যে মাধ্যমিক পর্যায়ে সময়মতো পাঠ্যপুস্তক তৈরি হলো না এটা খুবই দুঃখজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। তারপর ভোরের কাগজে সোমবার এ প্রসঙ্গে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, এই সংকট কৃত্রিমভাবে সৃষ্টও হতে পারে। তাই যদি হয় তবে একে আমরা একটা গুরুতর অভিযোগ এবং ব্যর্থতা হিসেবেই চিহ্নিত করতে চাই। প্রকাশক, মুদ্রাকর ও বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা যদি ষড়যন্ত্র করে পুরোনো বই বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে এই সংকট সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে ব্যাপারটি আর হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রথমত, তাদের জন্য সংশোধিত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের সরকারি সিদ্ধান্ত বানচাল হয়ে যাচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত, এতে মাধ্যমিক পর্যায়ের লাখ লাখ শিক্ষার্থী বিভ্রান্তি ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। তাদের পুরোনো বা নকল বই পড়তে বাধ্য হতে হবে আরো এক শিক্ষাবর্ষ ধরে। শিক্ষাবর্ষের মাঝখানে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করতে গেলে পরিস্থিতি আরো জটিল হতে পারে। তাই কর্তৃপক্ষের একটা আগাম ঘোষণা অন্তত দেওয়া উচিত যে, ছাত্ররা বাজারে চলতি পাঠ্যপুস্তকই কিনবে নাকি নতুন পাঠ্যপুস্তক বাজারে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

পাঠ্যবই ছাপানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ১০১টি প্রতিষ্ঠান কেন সময়মতো সরকারি নিউজপ্রিন্ট উত্তোলন করে ছাপানোর কাজ শুরু করছে না, এ ব্যাপারে তদন্ত এবং কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সময়মতো বই ছাপার কাজ শেষ না করতে পারলে প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ বাতিলের নিয়ম থাকলেও সে নিয়ম কেন প্রয়োগ হচ্ছে না, এরও কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। এই শৈথিল্যের কারণে দুর্নীতি উৎসাহিত হচ্ছে। এনসিটিবির চেয়ারম্যান বলেছেন, জানুয়ারির মধ্যে নতুন সংশোধিত পাঠ্যবই প্রকাশিত না হলে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শক্ত হাতে এই ঢিলেমির মোকাবিলা করলে অন্তত আগামীবারের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

সময়মতো পাঠ্যবই না বেরুনোর গোটা ব্যাপারটা একটা ব্যবস্থাপনাগত ব্যর্থতা বলেই মনে হয়। এর কারণ যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এর জন্য দুর্ভোগের শিকার হবে ছাত্রছাত্রীরাই। এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। আমরা আশা করি, এখনো যেটুকু সময় আছে, তার মধ্যেই সংশোধিত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ সম্ভব করার জন্য কর্তৃপক্ষ তৎপর হবেন।

সময়মতো পাঠ্যবই না বেরুনোর গোটা ব্যাপারটা একটা ব্যবস্থাপনাগত ব্যর্থতা বলেই মনে হয়। এর কারণ যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এর জন্য দুর্ভোগের শিকার হবে ছাত্রছাত্রীরাই। এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না।